০৬-০৯-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহ সহ সবার স্মৃতি ভুলে গিয়ে, বাবা যিনি তাঁকেই যথার্থ রীতিতে জেনে নিজেকে বিন্দু মনে করে বিন্দু রূপেই বাবাকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন :- এই সময় কোন্ জ্ঞান তোমরা বাবার কাছ থেকে পাও, যা আর কেউ দিতে পারে না ?

উত্তর :-- তোমরা স্ত্রী পুরুষ একসাথে গৃহস্থ পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেও পবিত্র থাক, এই জ্ঞানই এই সময় বাবা এসে দেন, যা অন্য কেউ দিতে পারে না । ৫ বিকার তো দান তোমাদের করতেই হবে কিন্তু প্রধান হলো কাম ,যার উপরেই সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণ আর তাঁর শ্রীমতে চললেই এই শক্তি তোমরা অর্জন করতে পার ।

গীত : - দুঃখীদের প্রতি দয়া কর ••••

ওম্ শান্তি । সবই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । কে এই বাবা ? এটা বাচ্চারাই জানে, যাদের সামনে বাবা বসে আছেন । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি যোগ বেহদের বাবার দিকে । বুদ্ধির যোগ এখন হদের বাবার থেকে ছিন্ন করে দিতে হবে । সারা দুনিয়াতে যারাই মিত্র সম্বন্ধ সম্পর্কে আছে , এমনকি এই দেহকে, দুনিয়ার সবকিছুকে ভুলে যেতে হবে । এটাই বাবা নির্দেশ দিয়েছেন । বাবা বাচ্চাদের কখনই ভুলে যান না। বাবা তো বলেন, ভক্তি মার্গেও আমি তোমারা ভক্তদের সামলে রাখি । কিন্তু ড্রামানুসারে বাচ্চারা, তোমাদের ভুলে যেতেই হবে । মায়াই সব ভুলিয়ে দেয় । আমরা আত্মা এটাও রাবণ ভুলিয়ে দেয় । দেহ -অভিমানী করে তোলে । এটাই বাচ্চারা, তোমাদের পার্ট । এমন নয় যে, ওখানে শুধু বাবাকে ভুলে যাও, তিনি কে, কেমন, তাঁর জ্ঞান, তিনি যে সুখ প্রদানকারী সবই ভুলে যাও । এখন তোমরা জান যে বাবা কল্পে-কল্পে আসেন । বাবা কেমন -- এও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । মানুষ তো শিবলিঙ্গের বড়ো চিত্র (আকৃতি) বানিয়ে দিয়েছে । আর সবার চিত্র ঠিক আছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের চিত্র ও ঠিক আছে, মন্দিরেও পূজা করা হয়, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ কাল যা আছে সব ভুলে যায় । চিত্রও ভুলে যায় । এখন তোমরা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে আত্মা বিন্দু স্বরূপ, ছোট্ট নক্ষত্রের মতো । ভ্রুকুটির মাঝখানে আত্মার বাস ।বাচ্চারা জানে -- আমি আত্মা, শরীরে ভ্রুকুটির মাঝখানে আমি আত্মার স্থান । এ তো সবাই মানবে, অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। এটাও জান যে, পরমপিতা পরমাত্মাও এমনই বিন্দু স্বরূপ হবেন । তিনি স্বয়ং এসে বোঝান আমি নিরাকার বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু মানুষ বিশাল রূপে জ্যোতির্লিঙ্গম্ তৈরি করেছে । যেমন বুদ্ধের বড়ো লম্বা চওড়া রূপে চিত্র তৈরি করে । পান্ডবদের শরীরও ভক্তি মার্গে অনেক লম্বা দেখানো হয়েছে । ভক্তি মার্গে বিশাল চিত্র তৈরি হয় । জ্ঞান মার্গে সব ছোট । পরমাত্মা বলেন, আমি বিন্দু সদৃশ, কোথাও কোথাও অনেক বড়ো লিঙ্গ দেখানো হয়েছে, কেননা বিন্দুর পূজা কি করে হবে ? পূজা তো নিশ্চয়ই বড়ো আকারী জিনিসেরই হবে, তাই না ! তোমাদের এখন বিন্দুরূপ বোঝানো হয়েছে । এসব কথা মানুষ তো বুঝবে না । তোমরা বাচ্চারাও প্রথমে বুঝতে না । এখন যখন পরিপক্ক অবস্থা হয়েছে সুতরাং বুঝেছ এটাই যথার্থ অর্থাত্ যুক্তি যুক্ত । কিন্তু প্রথম থেকেই যদি বাবা বোঝাতেন তোমরা বুঝতে পারতে না। কেননা বিন্দু কোনও বস্তু তো নয় । বলতে আমরা মানি না, পরম্পরা থেকে শিবলিঙ্গ বলা হয়েছে, তবে এখন এসব কি ? তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন সেটাও ভুল । আমি তোমাদের পিতা বিন্দু স্বরূপ । তোমাদের রূপ ও বিন্দু, কিন্তু পূজা

ইত্যাদির জন্যই বড়ো শিবলিঙ্গ তৈরি করে । আত্মাদের রূপ ও শালিগ্রাম স্বরূপে তৈরি করে ,কিন্তু এমনটা নয় । আত্মা এতো বড়ো হতে পারেনা । আত্মাকে দেখাও বড়ো মুশকিল । এটা বুঝতে পারাই গুহ্য ব্যাপার । আত্মা বিন্দু রূপ । এতো ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে । এক-এক সেকেন্ড পরবর্তী সময়ের সাথে মিলবে না। ৮৪ জন্মের পার্ট একটি ছোট্ট আত্মার মধ্যে ফিক্সড হয়ে আছে। এটাই প্রকৃতির লীলা । সম্পূর্ণ পার্ট বিন্দুর মধ্যে নিহীত থাকে । লৌকিক নাটকের পার্টধারীদের বুদ্ধিতেও সারা পার্ট স্মৃতিতে থাকে তাইনা ! এটা হলো ছোট পার্ট । এই ৮৪ জন্মের পার্ট ও যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে আর বোঝানোর জন্য ও যুক্তি থাকা চাই। এতো সূক্ষ্ম ছোট্ট বিন্দু অথচ কত শক্তিবান । তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তোমরা আত্মারা তাঁর সাথে যোগযুক্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠো । মায়ার উপর জয়ী হয়ে অটল, অখণ্ড, সুখ শান্তিময় রাজ্য ভোগ কর । কত বোঝার ব্যাপার ।

এটাই হলো ঈশ্বরীয় পাঠ (পঠনপাঠন)। আর কত সহজ । বাবাই এসে এসব বোঝাতে পারেন, কোনও মানুষ এসব বোঝাতে পারবে না । প্রকৃতপক্ষে তিনি কত ছোট্ট একটি বস্তু কিন্তু কত বড়ো নামে অভিহিত করা হয়েছে যে -- জ্ঞানের সাগর । তোমরা বল মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য, সত্য ও অবিনাশী । বলে এসেছ কিন্তু কারও বুদ্ধিতে ধারণা জন্মায়নি -- জিনিসটা কি ? অগাধ গুণের মহিমাও গায়ন করে । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছ । জেনে গেছ, আত্মারা তো সামনেই বসে আছে আর প্রত্যেকেই ভাই ভাই । কত ছোট ছোট বিন্দু । বিচার কর মূলবতনে আমরা যে চিত্র তৈরি করি (মন, বুদ্ধি দ্বারা) সেখানেও বিন্দুরূপ দেখানো হয় । ঠিক যেন আকাশ তত্ত্বের উপর নক্ষত্ররা দাঁড়িয়ে আছে। তেমনই মহাতত্বতেও আমরা এমন স্টার সদৃশ নিজের নিজের সেকশনে অধিষ্ঠান করব । ছোট ছোট স্টার্স দিয়েই বৃক্ষ (ঝাড়) তৈরি হয়েছে আর সেখান থেকেই আত্মারা এসে শরীর ধারণ করে পার্ট বাজানোর জন্য । নম্বরানুসারে আত্মারা কিভাবে আসে এসবই বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে । প্রতিটি ধর্মের সেকশন আলাদা আলাদা হবে । বাবা ব্যানিয়ান ট্রির (শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন) দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান । ভারতে হিন্দি বহু অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, তাই বাচ্চাদের হিন্দি ভাষায় বোঝাতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মাও হিন্দি ভাষাতেই বোঝান । এখন বহু দিকেই এই ভাষার প্রচার হচ্ছে । এক ভাষায় প্রচার করা তো মুশকিল । অনেকেই ভাবে পরমপিতা পরমাত্মা সব ভাষা জানেন, কিন্তু এমনটা তো সম্ভবপর নয় । অনেকানেক ভাষা আছে, সেগুলো তো শিখতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মার তো কিছু শেখার প্রয়োজন নেই । কল্পের প্রথম যে ভাষায় শিখিয়েছিলেন ,এখনও সেই ভাষাতেই শেখাচ্ছেন । অন্যান্য ভাষা তো অনেককেই পড়তে হয় , বাবাকে কি পড়তে হয় ? তোমরা দেখেছ শুরু থেকেই হিন্দিতে আরম্ভ হয়েছে, সবাই হিন্দি শিখছে । ভারতে হিন্দির প্রচারও আছে । বাবা এসেও হিন্দিতেই শেখান । প্রত্যেককেই নিজ নিজ ভাষায় ট্রান্সলেট করে অন্যদের বোঝাতে হবে । বাবা আর বাবার রচনা সবাইকে বোঝাতে হবে । সবার সদ্গতি দাতা একজনই বাবা । এখানে সবাই জানবে বরাবরের মতো বাবা এখানেই এসেছেন । বাবা বলেন, আমি ভারতেই আসি, ভারত আমার বার্থপ্লেস । শিব মন্দির, অন্য দেব-দেবীদের মন্দিরও এখানেই আছে । দেবী-দেবতাদের রাজ্য ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হয় । বাবাও ভারতে এসেই দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন, সুতরাং মন্দির নিশ্চয়ই এখানেই হবে । অন্যদের এত মন্দির হয়না । এখানেতো অনেক মন্দির আছে । ঘরে -ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, রাধা-কৃষ্ণের চিত্র, রাম-সীতার চিত্র রাখা হয়, কেননা তারা ভারতেই ছিল না ! কিন্তু তারা কিভাবে রাজত্ব পেয়েছিল -- সেটা ভুলে গেছে । চৈতন্য স্বরূপে রাজ্য করে গেছে । লক্ষ্মী -

নারায়ণ হলো বৈকুন্ঠের মহারাজা -মহারানি । ওরা কত সময় রাজত্ব করেছে তাও তোমরা জান । বলেও থাকে ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে দেবী -দেবতাদের রাজ্য ছিল, সুতরাং ক্রাইস্টের দুই হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে । যারা এভাবে বলবে তাদের ঐ সূত্র ধরেই বোঝাতে হবে। ওরা বলে ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল অর্থাত্ স্বর্গ ছিল । এমন নয় যে, ক্রাইস্টও ঐ স্বর্গে ছিল । ওদের জিজ্ঞাসা করো ক্রিশ্চানরা ঐ সময় কোথায় ছিল অর্থাত্ ওদের আত্মারা কোথায় ছিল ? ইসলাম, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান ইত্যাদি ধর্মের আত্মারা সব কোথায় ছিল? এটা বোঝানো তো কত সহজ । ওদের আত্মারা সব নির্বাণধাম বা নিরাকার দুনিয়াতে ছিল । নিরাকার দুনিয়াও আছে । দুনিয়াতে নিশ্চয়ই অসংখ্য বাস করে । সব আত্মাদের নিবাস স্থান মহাতত্ব রূপী নিরাকার দুনিয়া । তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন আছে এই সময় সব দেবী -দেবতাদের আত্মারা এখানেই আছে, তবেই বাবা এসেছেন পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে । বুঝতে পেরেছ যখন কোনও ধর্মের সৃষ্টি হয় তখন তা ছোটই থাকে, তারপর ছোট ছোট শাখা বেড়িয়ে যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই তোমাদের ফাউন্ডেশন ও কমপ্লিট হয়ে যায় ।

বীজ আর ঝাড়ের রহস্য বোঝানো কত সহজ । মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ে অনেক ধর্ম আছে । তারা বোঝেও যখন অমুক ধর্ম ছিল তখন অমুক ধর্ম ছিলনা । এখন ছোট ছোট ধর্ম তৈরি হচ্ছে আগে তো ছিলনা । ছোট ছোট শাখা তো এখন বেড়িয়ে আসছে । এসবই তোমরা বাচ্চারা জান, আর কেউ জানেনা । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ বিন্দু স্বরূপ এটাও জানে না । এখন বাবা এসে তোমরা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন । তোমরা বল বাবা, আমরা তোমার সন্তান, কল্প প্রথমেও তোমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তোমার সন্তান হয়েছিলাম । বাচ্চারা বাবার সন্তান হয়, বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি করার জন্য । বাবা বলেন, তোমরা আমার সন্তান, যদিও তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছি, মুখ বংশাবলী হয়েছ । তোমরা সবাই অ্যাডপ্টেড সন্তান । বাবাও ব্রহ্মা মুখকমল দ্বারা বলেন - তোমরা আত্মারা আমার । তোমরা আত্মারা ও বল -- বাবা তুমি যে ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছ, আমি তোমাদের । বাবা বললেই অবিনাশী বর্সার সুগন্ধ আসা চাই । বাচ্চারাই বলতে পারে । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । সন্ন্যাসীদের শিষ্য হয় ,ওরা বাবা -সন্তান হয়না । বর্সা পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্তি হয়ে থাকে । ওরা তো বলে আমরা গুরু করেছি । গুরুর থেকে তো সম্পত্তির বর্সা প্রাপ্তি হয়না । ওরা তো সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়, ওরা সম্পত্তি দিতে পারেনা । ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের । বাবা তো অবিনাশী সম্পত্তি দেন, ওদের থেকে কিছুই পাওয়া যায় না । জঙ্গলে চলে গেলে বলা হয় সন্ন্যাসী । তোমরাও সন্ন্যাসী বল । ওরা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী ,আর তোমরা রাজযোগী সন্ন্যাসী । সন্ন্যাসী অর্থাত্ ৫ বিকারকে ত্যাগ করে যারা । তোমরা তো ৫ বিকার ত্যাগ করেই পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাও । ওরাও ত্যাগ করে কিন্তু পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারেনা, পতিত দুনিয়াতেই থাকতে হয়।

তাই বাবা বোঝান আত্মা কত ছোট, অথচ তার মধ্যে কত অসীম শক্তি আর অবিনাশীও । বাবা এই শরীর(ব্রহ্মা) দ্বারা বুঝিয়ে বলেন আর তোমাদের আত্মা সেসব বুঝতে পারে । বাবা বলেন, আমি আসিই কলিযুগের অন্তে, যখন সবকিছুই তমোপ্রধান পতিত হয়ে পড়ে । আমাকে স্মরণ ও করবে, কিন্তু সঙ্গমেই আমি আসব । বিনাশের চিহ্ন ও তখন প্রত্যক্ষ হবে । সেতো বরাবরই দেখে আসছ । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ, অন্যদের ও এসব বোঝাতে হবে । এখন কলিযুগের অবশ্যই শেষ সময় । যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে । মহাভারত লড়াইও আছে । বরাবর ঐ সময়ই

রাজযোগ শিখেছিলে । পান্ডবদের বিজয় প্রাপ্তি হয়েছিল আর যাদব, কৌরবদের বিনাশ হয়েছিল । স্বর্গে তো একটাই ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি ধর্মের বিনাশ ঘটে । এসবই বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারাও জানে, বাবার থেকে এই রাজযোগ শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করি । তোমরা পুরুষার্থ কর আর বল যে, আমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবোই । বাবার উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই হব, সিংহাসনেরও অধিকারী হব । তারপর যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সে রকমই পদ প্রাপ্ত করবে । পুরুষার্থী (প্রচেষ্টা) লুকানো থাকতে পারেনা। তারা বড়ো আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে । সবার আগে প্রতিজ্ঞা করে থাকে । বাবার জন্মের পরে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয় । সুতরাং বাবাকে জেনে সবার আগে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু । দান তো ৫ বিকারকেই করতে হবে কিন্তু প্রথমেই হলো কাম । এর থেকে সাবধান হতে হবে । যদিও স্ত্রী আছে সাথে, গৃহস্থ পরিবারে পবিত্র থাকা পরিশ্রমের কাজ । কিন্তু সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে আর তাঁর শ্রীমতে চললে শক্তি পাওয়া যায় । বাবার আদেশ -- একসাথে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে । আগে তো স্ত্রী পুরুষ একসাথে থাকলে আগুন (কাম বাসনার) লেগে যেত । বাবা বলেন, একসাথে থাকো কিন্তু আগুন যেন না লাগে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্তর থেকে বাবাকে স্মরণ করে, সম্পত্তি প্রাপ্তির খুশিতে থাকতে হবে । সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে ।

২) চিন্তন করতে হবে -- "আত্মা কত ছোট আর এর মধ্যে কত অবিনাশী পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে"। বিন্দু মনে করে বিন্দু রূপ বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- বিন্দু - এই মাত্রাটির মহত্বকে (গুরুত্ব) জেনে অতীতকে বিন্দু লাগাতে সমর্থ স্বরূপ সহজযোগী ভব

সবচেয়ে সরল মাত্রা হল বিন্দু । বাপদাদা শুধুমাত্র বিন্দুর হিসেব বলে দেন । নিজেও বিন্দু রূপ হও আর স্মরণও করো বিন্দু রূপকে । ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে জানার পরে বিন্দু লাগিয়ে দাও। এই বিন্দুর মহত্বকে জেনে অতীতকে বিন্দু লাগাও । বিন্দু হয়ে গেলে সহজযোগী হতে পারবে । এমনিতেই বিন্দু হয়েই ঘরে ফিরতে হবে । ঘরে সবাই বিন্দু রূপে থাকে, যেখানে সংকল্প, কর্ম, সংস্কার সব মার্জড (মিশে থাকে) থাকে।

স্লোগান : - কর্মযোগী হয়েও কর্মের মধ্যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে (উপরাম) স্থিতিতে থাকা অর্থাত্ মুক্ত বিহঙ্গ হওয়া ।